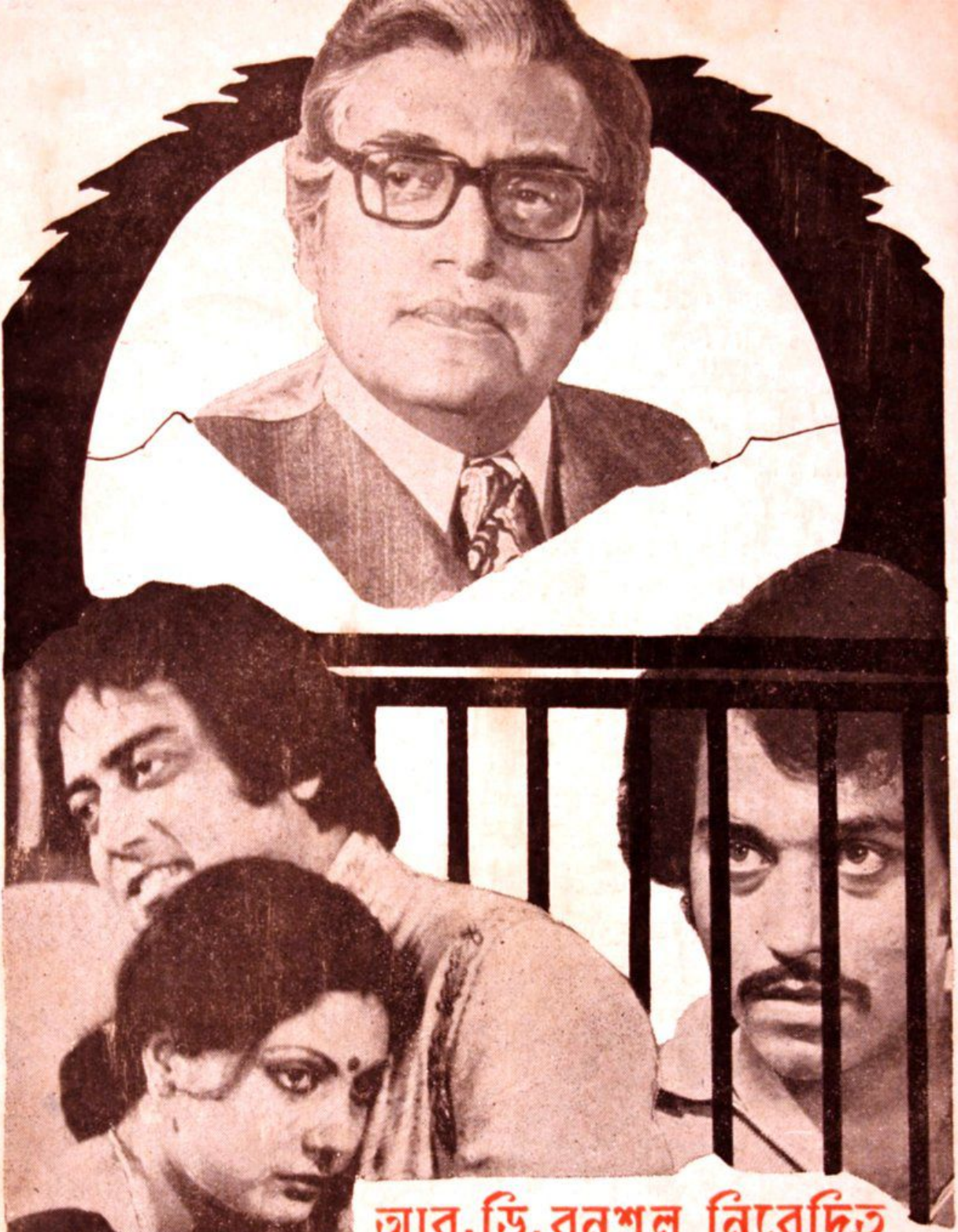

আর. ডি. বনশল নিবেদিত

শেষ বিচার

পরিচালনা/শ্রীবিমল রায়
সঙ্গীত/হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
প্রযোজনা/ইস্টার্ণ ফিল্ম এণ্টারপ্রাইজ

আর. ডি. বনশল নিবেদিত

ইষ্টার্ণ ফিল্ম এনটারপ্রাইজের

শেষ বিচার

কাহিনী : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা **শ্রীবিমল রায়।** সঙ্গীত পরিচালনা : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।** কাহিনী-বিন্যাস ও সংলাপ : সমরেশ বসু। প্রযোজনা : **শঙ্কর লাল জালান ও বাসুদেব শর্ম্মা।** সহযোগী প্রযোজনা : **অরুণ মহেন সরাইয়া।** চিত্র গ্রহণ : **অজয় মিত্র।** সম্পাদনা : **দুলাল দত্ত।** শিল্প নির্দেশনা : **সূর্য চট্টোপাধ্যায়।** গীতিকার : **গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।** কণ্ঠ সংগীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখার্জি।** বিটু সমাজপতি। রূপসজ্জা : সত্যেন ঘোষ। সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই, শের আলী। দৃশ্যপট অঙ্কন : চণ্ডী চরণ ভড়। সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুর্ন যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জি। নৃত্য পরিচালনা : বব্ দাস। শব্দ গ্রহণ : লোকেন বসু, অনিল দাসগুপ্ত। ব্যবস্থাপনা : নিতাই সিংহ। পরিচয় পত্র : দিগেন স্টুডিও। নিউ থিয়েটার্স ১নং স্টুডিও ও টেকনিশিয়ান ষ্টুডিওতে গৃহীত। স্থির চিত্র : এড্না লরেঞ্জ। বহির্দৃশ্য গ্রহনের যন্ত্রপাতি : দেওজী ভাই পধিয়ার। আলোক সম্পাতে : সতীশ হালদার, প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন, দুখিঃ রাম, ব্রজেন, অনিল, সুনীল, তারাপদ, বেনুদাস, মঙ্গল সিং, কাশী, রামদাস, হংসরাজ, মধু, গোকুল। ফিল্ম সারভিসেস ল্যাবরেটরিজে পরিস্ফুটিত। রসায়নাগারে : জ্ঞান ব্যানার্জি, কমল দাস, সুনীল ব্যানার্জি, কালিপদ বোস, স্বপন নন্দী। প্রচার : স্বপন ঘোষ। বিশ্ব পরিবেশনা : আর, ডি, বি, এণ্ড কোং। প্রধান সহকারী পরিচালনা : কনক চক্রবর্ত্তী।

চরিত্র চিত্রনে— **সুমিত্রা মুখার্জি, দীপঙ্কর দে, সন্তু মুখার্জি, মনুয়া রায় চৌধুরী উৎপল দত্ত, বিকাশ রায়, কালী ব্যানার্জি, শেখর চাটার্জি, প্রেমাংশু বোস, মৃণাল মুখার্জি,** বীরেন চ্যাটার্জি, শোভা সেন, শিবানী বোস, বকুল ধর, চৈতী দাস, উমা দে, গীতা নাগ, বেবী, মানসী ভট্টাচার্য্য, পিয়ালী চক্রবর্ত্তী, পাপিয়া দত্ত, শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি, রমা, স্বপ্না, কুমকুম, শিপ্রা, বকুল, জয়শ্রী, সোমা, ইলা, সন্ধ্যা, লিলিমা চক্রবর্ত্তী ॥

রূপক মজুমদার, স্বরাজ বসু, ডাঃ এম, সি, কাহালী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, গৌর মালাকার, বলাই মুখার্জি, মন্মথ মুখার্জি, লক্ষণ দিবাকর, পরিতোষ রায়, ভাসকর চ্যাটার্জি, বিভূতি নন্দী, নিতাই মুখার্জি, মিহির পাল, জ্যাম বড়ুয়া, বিনয় লাহিড়ী, দ্বীপেন আচার্য্য; শিশির ব্যানার্জি, দেবকুমার চক্রবর্ত্তী, টি, পি, সেন, ঠাকুর বি, এন্, সিং, ধীমান চক্রবর্ত্তী, অজিত চ্যাটার্জি, (ছোট) দীপক গাঙ্গুলী, রাজকুমার লাহিড়ী, বিশু চক্রবর্ত্তী, নিমাই রায় চৌধুরী, মঙ্গল, নিমাই, দেবী, দুর্গানাথ, দিলীপ, ডি, কে রায় (অতিথি), বিভূতি সান্যাল (অতিথি), এ, এল, ধর (অতিথ), অভিজিত সেন (অতিথি), গৌতম সেনগুপ্ত (অতিথি), অর্জুন ঘোষাল (অতিথি), অসিত, সুকদেব, সোমনাথ, প্রফুল্ল আরও অনেকে।

শেষ বিচার

সত্যমেব জয়তে !

ক'লকাতা হাইকোরটের দায়রা বিচারপতি শিবনাথ ব্যানার্জী'র কক্ষে শুভ্রা মিত্র হত্যার মামলা চলছে। শুভ্রার স্বামী অধ্যাপক রাজীব মিত্র, নিজের মুখেই তার অপরাধ স্বীকার করেছেন। স্ত্রীকে হত্যা করেছেন। তাছাড়া তিনি স্বপক্ষে কোনো আইনজীবি নিযুক্ত করেন নি। ফলে সাক্ষী-সবুদ, কাগজপত্র ইত্যাদি দেখা শোনার পরই জুরীরা বিচার-বিবেচনা করে ঘোষণা করেছেন— রাজীব মিত্র তার স্ত্রী শুভ্রা মিত্রকে হত্যা করেছেন। এখন শুধু বিচারকের রায় দান অবশিষ্ট।

নিস্তব্ধ বিচার কক্ষে সকলেই উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করছে। বিচারকের রায় শোনার জন্য। ঘড়ির কাঁটা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিচারক একাত্ম হয়ে কাগজপত্র দেখে চলেছেন। দূরে গীর্জার ঘড়ির ঘণ্টা বাজল। চারটে। বিচারক জানালেন, সাতদিন পর আমি এই মামলার রায় দেব।

শিবনাথ দ্বিধাগ্রস্থ। চিন্তিত। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের বিচারক-জীবনে কোনো মামলা তাকে এরকমভাবে ভাবিয়ে তোলে নি। একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক ক'লকাতার প্রথম শ্রেণীর কলেজের নামকরা অধ্যাপক, তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ! অথচ সে কোন আইনজীবি দিল না।

ব্যাপারটা খুব সহজভাবে নিতে পারছেন না শিবনাথ। বারবার তাঁর মনে হচ্ছে – কোথায় যেন গোলমাল আছে।

কয়েকটা দিন অতিবাহিত হ'ল। রায় দানের আর মাত্র দু'দিন বাকী। শিবনাথ শেষ চেষ্টা করে দেখবেন, মনস্থ করলেন। এসে উপস্থিত হলেন প্রেসিডেন্সী জেলে।

শেষ পর্যন্ত রাজীব মিত্র বিচারকের কাছে সত্য উদঘাটিত করলেন। সমস্ত কিছু শুনলেন শিবনাথ। আরও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু কিভাবে তিনি প্রমাণ করবেন রাজীব মিত্র নির্দোষ। নিরপরাধ। সাক্ষ্য প্রমাণ কোথায় ?

হঠাৎ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। মৃত শুভ্রা মিত্রর দাদু, যিনি বিহারের এক গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন, তিনি এই হত্যা মামলার রি-ট্রায়ালের দরখাস্ত করলেন বিচারক বিশ্বনাথ ব্যানার্জী'র কোরটে'ই। শুনানী শুরু হ'ল।

সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতির সূত্র ধরে দলিল হাজির করল আরেকজন খুনী, উচ্চ শিক্ষিত যুবককে। তার নাম রাজা।

এই রাজা'ই কি তাহলে প্রকৃত অপরাধী ? শুভ্রা মিত্র হত্যা মামলার আসামী ? খুনী ?

উভয় পক্ষের আইনজীবিরা নানা কুট তর্কের জাল বিস্তার করলেন। কিন্তু কোনো পক্ষের জালেই ধরা পড়ল না রাজা। জোরালো কোনো সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পারলেন না শুভ্রা'র দাদু। ফলে রাজা'র মুক্তির পথে আর বাধা রইল না। তবুও, বিচারক নিসংশয় হ'তে পারলেন না। চূড়ান্ত রায় ঘোষণার জন্য আরও একদিন সময় নিলেন।

সেদিন চূড়ান্ত রায় ঘোষণার দিন। কোরট লোকে লোকারণ্য। ভীড় ঠেলে এক মহিলা ভিতরে প্রবেশ করতে চাইছেন। পুলিশ তাঁকে বাধা দেয়।

শিবনাথ মহিলাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলেন। মহিলা তাঁর অবগুণ্ঠন সরিয়ে এগিয়ে এলেন, শিশুপুত্র কোলে।

একি! এযে হোটেল নর্তকী রোচনা।

হোটেল নর্তকী রোচনা এখানে কেন? কে এই শিশুপুত্র? খুনী রাজীব না রাজা ?

মামলার চূড়ান্ত রায় দেখুন পর্দায়।

গান ১

ও - ও - ও - ও — — —
ওঠা আছে পড়া আছে, ফোটা আছে ঝরা আছে।
এই তো নিয়ম, শোনরে ওরে মন॥
বাঁচা আছে মরা আছে, ভাঙ্গা আছে গড়া আছে।
এই তো নিয়ম, শোনরে ওরে মন॥
যে ভূমি ফসলে ভরে রয়, ভূমিকম্পে সেই ধ্বংস হয়।
এই তো নিয়ম, শোনরে ওরে মন॥
নৌকা কি চলে বল ছেড়ে দিলে হাল,
যা আজ কান্না হাসি সে তো কাল।

—:—

গান ২

লা—লা—লা—লা—লা—লা— — —
তোমরা বাহবা দাও তারিফ করো জমজমাট
এই মেহফিলে,
তোমরা পয়সা দিয়ে কেন, আমার দামটা নয় নাই দিলে,
আর কিছুনা পাইগো আমার হাততালিতেই সুখটা যে
কেউ জানেনা কি যে জ্বালায় জ্বলছে আমার বুকটা যে
আমার ব্যথা তোমরা সবাই জেনে না হয় নাই নিলে
ও রূপসী প'লাও পালাও, পালাও তুমি
জানো না কি ভুল করছো তুমি—
আলো তো নয় ভুল করে যে আলেয়াকেই ধরছো
এই দেখ আমায়, দেখ, দেখছো না ?
তোমার মত একদিন যে আমিও ভুল করেছি
জ্বলে পুড়ে মরেছি—লা—লা—লা—লা—লা—লা—
মেয়েদেরই জীবন নিয়ে জুয়ো খেলাই যাদের নেশা
মুখটা তাদের মুখোশ ঢাকা শয়তানি যে রক্তে মেশা।
সব মেয়েদেরই নেকড়ে গুলো শিকার তাদের ভাবে
ওদের চেনার আগেই আগুন লেগে জ্বলে পুড়ে যাবে

—:—

গান ৩

চলো এগিয়ে চলো পাশাপাশি হাত ধরে
বন্ধ করো না চলা ও পথে যদি ধুলো ওড়ে
এগিয়ে চলো পাশাপাশি দুজনে ॥
ও পথ প্রেমের পথ, হোকনা আঁকা বাঁকা
কখনো কাঁটায় ভরা কখনো বা ফুলে ঢাকা
তবুও এগিয়ে চলো
দু'জনেই দু'জনকে চিরসাথী করে হাতধরে—
এগিয়ে চলো পাশাপাশি দুজনে—॥
ওপথ সুখের পথ, ঐ পথের শেষে
দু'জনে পৌঁছে যাবো, রামধনুকের দেশে।
ও পথে এগিয়ে চলো, পুরোনো পৃথিবী এই পিছে থাক
পড়ে হাত ধরে এগিয়ে চলো পাশাপাশি দুজনে ॥

—:—

গান ৪

সেই দিনগুলো নেই তবু মনে রয়ে গেছে, আজ স্মৃতি তার
ছবি হয়ে গেছে, এতো ছবি নয় হারানো দিনের স্মৃতি।
ছবিটাকে দেখি আর ভাবি অতীতটা ভালছিল তখন
গান ছিল আলোও ছিল।
মাঝখানে কিছুটা সময় নদীর স্রোতের মতো
দু' চোখের যমুনাতে বৃথা বয়ে গেছে।
ছবিটাকে দেখি আর ভাবি যা নয় ফিরে পাবার
কেন তাকে চাই আবার
আঁধারে চলিতে গেলে পথ নেই কে যেন কানে কানে
বারবার শুধু কয়ে গেছে।
তবু মনে রয়ে গেছে, আজ স্মৃতি তার ছবি হয়ে গেছে।
এতো ছবি নয় হারাণো দিনের স্মৃতি।

—:—

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : অধীর ভট্টাচার্য্য, মলয় মিত্র। সঙ্গীত পরিচালনায় : সমরেশ রায়, সমীর শীল। চিত্র গ্রহণে : কালী ব্যানার্জি, শঙ্কর গুহ। শব্দ গ্রহণে : সোমেন চ্যাটার্জি, বিনোদ ভৌমিক, বাবাজী শ্যামল। সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনঃ যোজনায় : বলরাম বারুই, প্রভাত বর্মণ, কনক ঘোষ, অরবিন্দ সেন, ধনঞ্জয়। সম্পাদনায় : হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। শিল্প নির্দ্দেশনায় : অনিল পাইন, রামনিবাস ভট্টাচার্য্য। রূপসজ্জায় : সুব্রত সিংহ, মিসেস্ মেরিনা। ব্যবস্থাপনায় : সুশীল দাস। সুনীল ব্যানার্জি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল কর্তৃপক্ষ। ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ। সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে। প্রেসিডেন্সিজেল কর্তৃপক্ষ। কলিকাতা পুলিশ। উদয়ন বসু। অমল রায় (সল্টলেক)। ইন্দু মাধব নাথ (ঘাটশিলা) মিঃ সোম (ঘাটশিলা) ঘাটশিলা পুলিশ ও থানা। ঘাটশিলা হাসপাতাল। হোটেল যুবরাজ (রাঁচী)। কাউলুন (নিউ আলিপুর)। ফেরো এ্যালয় কর্পোরেশন মনীশ দাসগুপ্ত।

'আর, ডি, বি'র প্রচার ও জন-সংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।

আর. ডি. বনশল প্রযোজিত

সীতা

ইষ্টম্যান কালার

পরিচালনা - অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জী

চিত্রনাট্য ও সংলাপ-বিভূতি মুখোপাধ্যায়

সুর – নীতা সেন

সন্ধ্যা রায়, অসীম কুমার

বিপিন গুপ্ত, মৃণাল

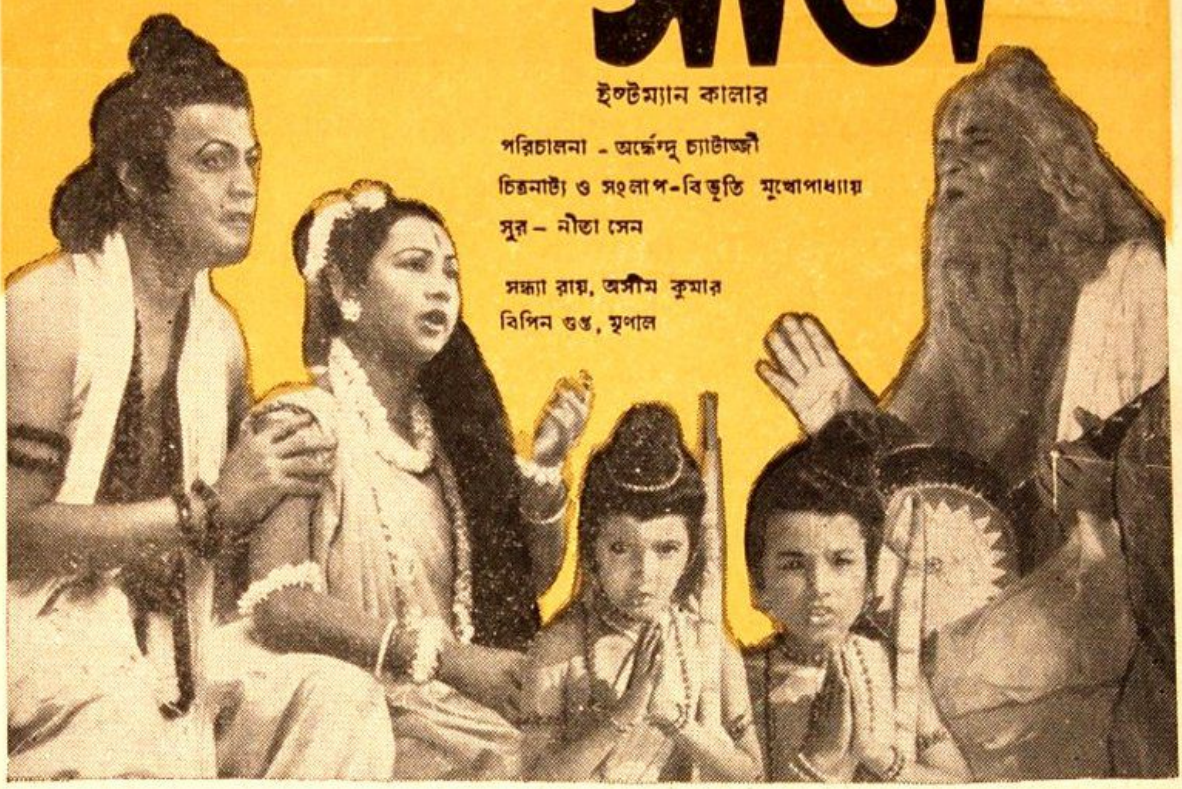

কমল বনশল

প্রযোজিত

ওগো বধূ সুন্দরী

ইষ্টম্যান কালার

পরিচালনা – সলিল দত্ত

সুর – বাপী লাহিড়ী

উত্তম কুমার, সুমিত্রা, মৌসুমী

রঞ্জিত মল্লিক, বিকাশ রায়, সন্তোষ দত্ত